উপাসনা করিলে শ্রীহরিভক্তি সিদ্ধ হয়, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্বদ্রব্যে ভগবৎভক্তিসিদ্ধির উপযোগিতা যথা—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

হে অর্জ্জুন! যে জন ভক্তিযুক্ত হইয়া ভক্তিতে সংগৃহীত পত্র, পুষ্প, ফল আমাকে অর্পণ করে, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তদত্ত পত্র-পুষ্পাদি ভোজন করিয়া থাকি।

সর্ব্বক্রিয়াতে যে ভগবৎভক্তির বৃত্তি আছে, তাহার প্রমাণ ১১।২।১২ অধ্যায়ে, যথা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোপি হি॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি শ্রীবাসুদেব মহাশয়কে কহিলেন—হে বাসুদেব! ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পর নিজে পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে অথবা যে জন ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রশংসা করিলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বদ্রোহী জনসমূহকেও দেহাবেশ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া শ্রীভগবানের চরণে আবিষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীভগবৎ-গীতাতেও সর্ব্ব ক্রিয়াতে ভগবৎভক্তির বৃত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সেই কর্ম্ম করিও, তাহাই ভোজন করিও, সেই হোমই করিও, সেই দানই করিও এবং সেই তপস্যাই করিও—যে কর্ম্ম, যে ভোজ্য, যে হোম, যে দান, যে তপস্যা আমাতে অর্পণযোগ্য হইতে পারে। এইপ্রকার ভক্তির, আভাসে এবং ভক্তির আভাস অথচ সেটি অপরাধ—এমত স্থলেও ভক্তি-অনুষ্ঠান জনিত ফলপ্রাপ্তি অজামিল মূষিক প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অজামিল মৃত্যুসময়ে নিজপুত্র নারায়ণকে প্লুতস্বরে আহ্বান করিয়াও ভক্তিপ্রাপ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। একটি মূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস করিত; প্রতিদিন শ্রীভগবানের আরত্রিকের ঘৃতযুক্ত তুলার বাতি মুখে করিয়া লইয়া যাইত। একদিন তুলার বাতি মুখে করিয়া লইয়া যাইতে শ্রীমন্দিরস্থিত প্রদীপের তুলার বাতির অগ্রভাগটি লাগাতে আগুন ধরিয়া উঠিল। তখন মুখে আগুনের তাপ লাগায় শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল অথচ তুলার বাতি দাঁতে